বাদাবন সংঘ
Badabon Sangho
(A Women's Rights Organisation)

Training on

ACTIVE CITIZENSHIP FEMINISM and LEADERSHIP

সক্রিয় নাগরিক নারীবাদ এবং নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ মডিউল
Training Module

সময়কাল–১ দিন
Duration: 1 Day

বাদাবন সংঘ
Badabon Sangho
(A Women's Rights Organisation)

ভূমিকা:

বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর, সুস্থ ও নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। কিশোরীরা আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম। তাদের মধ্যে আরো সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে কিশোরীদের প্রশিক্ষণ দান করতে হবে।

বাদাবন সংঘ নারীবাদী কৌশলকে গুরুত্ব দিয়ে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। ফলে কার্যকমের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও রিপোর্টিং এ নারী দলের সদস্যদের ভূমিকা থাকে ভীষনভাবে। এজন্য নারী দলের সদস্যদের বিভিন্ন ধরণের কোচিং, প্রশিক্ষণ ও আলোচনা ভিতর দিয়ে তৈরী করতে হয়। ২০২৩-২০২৮ সালে 'কৌশলপত্রে' উঠে আসে যে, বাদাবন সংঘ নারী দলের সদস্যদের পাশাপাশি কিশোরীদের ভবিষ্যতের নারীবাদী আন্দোলনের জন্য ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষিত করবে। প্রশিক্ষণ শুধুমাত্র একটি শুরুর ধাপ। পরবর্তীতে কোচিং ও অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে কিশোরীদের ঐক্যবদ্ধ, সংগঠিত এবং প্রতিবাদী করে তোলা হবে।

কিভাবে সক্রিয় নাগরিক হিসাবে নিজেদের কিভাবে গড়ে তুলতে হবে তা এখন থেকেই কিশোরীদের শেখাতে হবে। একজন নাগরিক হিসাবে সমাজে আমাদের কি দায়িত্ব ও কর্তব্য তা জানাতে হবে। যাতে তারা ভবিষ্যতে একজন সুনাগরিক হতে পারে। নারীবাদ কি, নারী হিসাবে আমাদের কি অধিকার আছে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তাদের দিতে হবে। কারণ আজকের কিশোরী ভবিষ্যত এর একজন নারী। নেতা কাকে বলে, নেতা হিসাবে সমাজে নারী কি অবদান রাখতে পারে, একজন যোগ্য নেতা কিভাবে হওয়া যায় সে সম্পর্কে একজন কিশোরী যত ভালোভাবে জানবে ততো ভালো নেতা হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারবে। এই প্রশিক্ষণে আমরা সেইসব বিষয় নিয়ে কথা বলবো।

কারা এই প্রশিক্ষণ পাবেন:

বাদাবন সংঘ'র কিশোরীরা।

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো
কী আঁচল বিছায়ছে বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি

প্রশিক্ষণ সময়সূচী:

'সক্রিয় নাগরিক, নারীবাদ এবং নেতৃত্ব' বিষয়ক প্রশিক্ষণ

সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	পদ্ধতি	উপকরণ	সহায়ক
সকাল ৯.০০-১০.০০	উদ্বোধন, পরিচিতি এবং জাতিয় সংগীত	পরিচয় পর্ব, প্রশিক্ষন প্রত্যাশা ও প্রশিক্ষন আদর্শ।	বক্তৃতা ও আলোচনা	-	নাঈমা জাহান
১০:০০-১০:৩০		চা বিরতি			
সকাল ১০.৩০-১১.৩০	আমার জীবন, আমার বাস্তবতা, আমার জীবনচক্র, ম্যান্ডালা আঁকা	জেন্ডার এবং অন্যান্য কারণসমূহ, বাস্তব জীবনের অভিঙ্গতা, পছন্দ-অপছন্দ কিভাবে মানব মনে প্রভাব ফেলে।	ম্যান্ডালা আঁকা	বড় সাদা কাগজের প্লেট, রং পেন্সিল, মার্কার, গ্লুটেক	নাঈমা জাহান
সকাল ১১.৩০-১২.০০	নাগরিকত্ব ও সামাজিক দায়বদ্ধতা	বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে নাগরিকের দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে উপলব্ধি সৃষ্টি করা। নাগরিকত্ববোধকে জাগ্রত করা।	আলোচনা, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ও দলীয় অংশগ্রহন	মাল্টিমিডিয়া, গ্লুটেক, ভিপকার্ড, ফ্লিপশীট ও মার্কার	লায়লা খাতুন
দুপুর ১২.০০-১.০০	নারীবাদী চিন্তায়যে কোনো বিষয়কে খুজে দেখা	নারী হিসাবে সকল নারীর জন্য চিন্তা করা, কোনো বিষয়কে নারীর দৃষ্টিভঙ্গি বা চোঁখে দেখা, নতুন করে ভাবতে শেখা	কেস স্টাডি পর্যালোচনা	মাল্টিমিডিয়া, ফ্লিপশীট ও মার্কার	লায়লা খাতুন
দুপুর ১.০০- ২.০০		খাবার বিরতি			
দুপুর ২.০০-২.৩০	নেতা কাকে বলে? সমাজে নেতা হিসাবে আপনার দায়িত্ব কি?	নেতৃত্বের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। নারীদের নেতা হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থতাগুলো কি এবং নেতৃত্বের সুফলতা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।	দলীয় আলোচনা ও অভিঙ্গতা বিনিময়।		আহসান
দুপুর ২.৩০-৩.৩০	সামাজিক কাজের প্রকল্প সম্পর্কে ধারনা ও পরিকল্পনা	সামাজিক কাজে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহনের মাধ্যমে নিজেদের কার্যকর নাগরিক হিসাবে নিজেদের গড়ে তুলতে পারবে।	দলীয় কাজ	বেলুন, ফ্লিপশীট ও মার্কার	মামুন উর-রশীদ
বিকাল ৩.৩০-৩.৪৫	মূল্যায়ন	সকল অংশগ্রহনকারীদের প্রশিক্ষণ সম্পর্কে নিজেদের অনুভূতি প্রকাশ করবেন।	আলোচনা, দলীয় কাজ এবং অভিজ্ঞতা শেয়ার করা	মাল্টিমিডিয়া, ফ্লিপশীট ও মার্কার	নাঈমা জাহান

প্রশিক্ষণ মডিউল এক নজরে

প্রশিক্ষণের নাম:	**"সক্রিয় নাগরিক, নারীবাদ এবং নেতৃত্ব' বিষয়ক প্রশিক্ষণ"**
অংশগ্রহণকারী:	বাদাবন সংঘ'র কিশোরী দল
প্রশিক্ষণে মেয়াদকাল:	১ দিন
অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা:	২৫ জন
প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত ভাষা:	বাংলা

প্রশিক্ষণ কোর্সের সাধারণ উদ্দেশ্য:

এই প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহনকারীগণ 'নাগরিকত্ব, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, নারীবাদ এবং নারীর নেতৃত্ব' বিষয়ে অবগত হবেন। সামাজিক কাজে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহনের মাধ্যমে নিজেদের কার্যকর নাগরিক হিসাবে নিজেদের গড়ে তুলতে পারবে।

প্রশিক্ষণের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

এ প্রশিক্ষণ শেষে

১) অংশগ্রহণকারীগণ সহিসংতার তথ্য বা রির্পোটিং সম্পর্কে বলতে পারবেন;
২) অংশগ্রহণকারীগণ নারীবাদ কি এবং কেন সে সর্ম্পকে জানবেন।
৩) অংশগ্রহণকারীগণ নেতা কাকে বলে, নেতার দায়িত্ব কি এবং একজন নারী কিভাবে যোগ্য নেত্রী হতে পারে সে সম্পর্কে জানতে পারবেন।
৪) অংশগ্রহণকারীগণ সমাজ গড়ায় সরাসরি নিজেদের নিয়োজিত করতে পারবে।

প্রশিক্ষণে যে সব পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে:

প্রধানত অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে এ কোর্সটি পরিচালিত হবে। সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি হিসেবে বক্তৃতা ও আলোচনা, দলীয় আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, কেইস স্টাডি, প্রদর্শন ও নাটিকা প্রভৃতি পদ্ধতি অনুসরণ করা যাবে।

প্রশিক্ষণ উপকরণ ও সহায়ক সামগ্রী:

প্রশিক্ষণ কোর্সটি কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রশিক্ষণ উপকরণ ও সহায়ক সামগ্রী হিসাবে হ্যান্ড আউট, নেম কার্ড, খাতা বা প্যাড, কলম, রঙিন পোষ্টার পেপার, টেপ রেকর্ডার ও অডিও ক্যাসেট, হোয়াইট বোর্ড, ফ্লিপ চার্ট, আর্ট লাইন মার্কার (বিভিন্ন কালারের), হোয়াইট বোর্ড মার্কার (বিভিন্ন কালারের), মাসকিং টেপ, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর প্রভৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রশিক্ষণ বিষয়ক কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য

সহায়কের করণীয়

প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী:

- অংশগ্রহণকারীদের ধরন ও সংখ্যা নির্ধারণ এবং নির্বাচন করা।
- প্রশিক্ষণের তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করা।
- প্রশিক্ষণের পূর্বেই প্রশিক্ষণের বিষয়, প্রশিক্ষণের স্থান ও তারিখ প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণকারী এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে অবগত
- সুষ্ঠুভাবে প্রশিক্ষণের অধিবেশনসমূহ পরিচালনার জন্য মডিউলটি ভালভাবে পড়া।
- প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সহায়ক সামগ্রী, হ্যান্ডনোট তৈরী, সংগ্রহ ও অধিবেশনের ক্রমানুযায়ী সংরক্ষণ করা।
- প্রশিক্ষণ কক্ষের আসন বিন্যাস ঠিক আছে কি না তা পরীক্ষা করা।
- পাঠ পরিচালনার জন্য একটি পাঠ পরিকল্পনা পূর্বেই করে রাখা।

প্রশিক্ষণ চলাকালীনঃ

- শুরুতেই অংশগ্রহণকারীদের নিবন্ধন সম্পন্ন করা।
- অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়ে কুশল বিনিময় করা।
- প্রশিক্ষণ কক্ষের নিয়মাবলি প্রতিপালনের ব্যবস্থা করা।
- পূর্বদিনের আলোচিত পাঠ যাচাই করা এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে অধিবেশনের বিষয়ে প্রবেশ করা।
- সহজ, সুন্দর, স্পষ্ট ও সাবলীলভাবে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা।
- অল্প অল্প করে আলোচনা করা এবং প্রশ্ন করে মূল্যায়ন করা।
- অংশগ্রহণকারীদের সাথে দৃষ্টি সংযোগ করে কথা বলা।
- আত্মবিশ্বাসের সাথে অধিবেশন পরিচালনা করা যাতে সহায়কের উপর অংশগ্রহণকারীদের আস্থা তৈরী হয়।
- প্রশ্ন করার সময় পুরো দলের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা। দলের যে কেউ উত্তর দিতে পারেন। দলের কেউ উত্তর না দিলে সে ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা।
- ধৈর্যের সাথে অংশগ্রহণকারীদের মতামত শোণা।
- সবাইকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করানো এবং দ্বিমুখী আলোচনা করা।
- শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন করলে মনোযোগ দিয়ে শুণে সহজভাবে উত্তর দেয়া।
- শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে পাঠের বিষয়ের সাথে মিলে যায় এরূপ ঘটনা শুনতে চাওয়া।
- নিজেকে শিক্ষক মনে না করে দলের একজন ভাবা।
- আলোচনার একঘেঁয়েমী দূর করার জন্য পাঠের বিষয়ের সাথে মিল রেখে গল্প বলা।
- সহ সময় হাসি খুশী থাকা ও বলার সময় শারীরিক ভাষা প্রয়োগ করা।
- পুরো পাঠ শেষ হলে পাঠের উপর শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করে শিখণ মূল্যায়ন করা।
- পাঠলব্ধ জ্ঞান কিভাবে কাজে লাগাতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করা।
- অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে পরবর্তী অধিবেশনে আসার অঙ্গীকার নেয়া এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করা।

শিরোনাম : উদ্বোধন, জাতীয় সংগীত, বাদাবন সংঘের পরিচিতি, অংশগ্রহনকারীদের পরিচিতি পর্ব, প্রশিক্ষন কর্মশালার নিয়মাবলী উদ্দেশ্য বর্ণনা।

সময়সীমা : ১ঘন্টা

উপকরণ : ফ্লিপশীট, মার্কার ও চকলেট।

উদ্দেশ্য : অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগন

- বাদাবন সংঘ সম্পর্কে জানবেন।
- পরস্পরের সাথে পরিচিত হবেন ও প্রত্যাশা ব্যক্ত করবেন।
- প্রশিক্ষনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানবেন।
- প্রশিক্ষনের নিয়মাবলী সম্পর্কে জানবেন ।

শিখনপ্রক্রিয়া

বাদাবন সংঘ'র পক্ষ থেকে সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করবেন জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে এবং বাদাবন সংঘ ও তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে বলবেন।

সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু করবেন এবং তাদের নাম রেজিষ্টেশন নিশ্চিত করেবেন। প্রশিক্ষনের শুরুতে জড়তা ভেঙ্গে একটি বন্ধু সুলভ পরিবেশ সৃষ্টি করুন। অংশগ্রহনকারী প্রত্যেকে নিজ পেয়ার খুঁজে নিবেন এবং তাদের নিজ নাম, বসবাসের স্থান, কী কাজ করেন তা বলবে ও একে অন্যের সাথে পরিচিত হবে। পরিচিতি পর্ব শেষে নিজ পেয়ারকে চকলেট দিবেন। অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশা ব্যাক্ত করার জন্য একটি প্রত্যাশা বৃক্ষ তৈরি করুন এবং সরবরাহকৃত ভিপ কার্ডে তাদের প্রত্যাশা লিখে প্রত্যাশা বৃক্ষের বিভিন্ন স্থানে লাগাতে বলুন। অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ রুমের নিয়ম সম্পর্কে জানতে চান। এ সর্ম্পকে তাদের মতামত শুনুন ও নোট করুন। যদি কোন কিছু সংযোজনের প্রয়োজন হয় তা সংযোজন করে প্রশিক্ষণ রুমের নিয়ম সর্ম্পকিত পোষ্টার প্রশিক্ষণ রুমের দৃশ্যমান স্থানে লাগিয়ে রাখুন। এরপর অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন। আলোচনা শেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

পরিচিতি পর্ব

সময় : ৩০ মিনিট
উদ্দেশ্য : সকল অংশগ্রহণকারী একে অপরের সাথে পরিচিত হবে।
কাঙ্ক্ষিত ফলাফল : আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি হবে; এবং সকলের সাথে হৃদ্যতা বাড়বে।

সেশন পরিচালনার প্রক্রিয়া :

এ প্রশিক্ষণ সফল করে তোলার লক্ষ্যে এখন আমরা সকলেই সকলের সাথে পরিচিত হবো। 'উন্মুক্ত আলোচনা' পদ্ধতিতে পরস্পরের পরিচয়ের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে হবে। কিভাবে পরিচিত হলে খুব আনন্দদায়ক হবে, যাতে করে এ ঘটনা সারাজীবন মনে থাকে, প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের হতে এ ব্যাপারে ধারণা নেবে।

অংশগ্রহনকারীদের ধারণা নেবার পর প্রশিক্ষক নিজেও ধারণা দিতে পারে।

আসুন, আজ আমরা একটু অন্যভাবে পরিচিত হই। সবসময় তো নিজের পরিচয় নিজে দিয়েছি। আজকে একজন অন্যজনকে পরিচিত করাবো।

যেমন : আমি এখন থেকে ২/৩ মিনিট একজন নতুন বন্ধুর সাথে পরিচিত হব। তার সম্পর্কে জানব। তার অসাধারণ গুণের কথা জানব। তার প্রতিভার কথা জানব। এরপর সবার সামনে এসে একজন আরেকজন সম্পর্কে তার অসাধারণ গুণের কথা তুলে ধরে পরিচয় করিয়ে দেবে। এভাবে সবাই সবাইকে।

(এ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষক পেয়ার্ড শেয়ারিং পদ্ধতি ব্যবহার করবেন। নম্বর গণনা পদ্ধতি, গানের কলি প্রভৃতি ব্যবহারের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের জোড় বেধেঁ দেয়া যেতে পারে। জোড় বাধাঁর সময় প্রশিক্ষক, আয়োজকদেরও অংশগ্রহণকারীদের সাথে জোড় বেধে দেয়া যেতে পারে। এতে অংশগ্রহণকারীদের সাথে হৃদ্যতা বাড়ে এবং তারা প্রশিক্ষকদের আপন করে নেয়।)

আশা করছি আমরা সকলেই সকলের সাথে পরিচিত হয়েছি। পরবর্তী তিন/চার দিনে এ পরিচিতি আরো দৃঢ় হবে। আমাকে সহযোগিতার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। অথবা প্রথমে সবাইকে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে বলুন। তারপর একে অপরের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় ও পরিচিত হতে বলুন। এভাবে একজনের পক্ষে যতজনের সাথে পরিচিত হওয়া সম্ভব তাদের ততজনের সাথে পরিচিত হতে বলুন। এই প্রক্রিয়াটি ১০মিনিট ধরে চলতে দিন। সময় শেষ হলে সবাইকে স্ব স্ব আসনে বসতে অনুরোধ করুন। এরপর জানতে চান কে সবচেয়ে বেশি জনের সাথে পরিচিত হতে পেরেছে। কয়েক জনের কাছ থেকে শুনুন। এবার সবাই সবাইকে জোরে করতালি দেবার মাধ্যমে ধন্যবাদ দিয়ে এই অধিবেশন শেষ করুন।

প্রত্যাশা ও প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

অধিবেশনের উদ্দেশ্য :

১. প্রশিক্ষণে কি কি বিষয় আলোচনা হবে বলে অংশগ্রহণকারীরা প্রত্যাশা করেন এবং কি কি ব্যাপারে তারা উদ্বিগ্ন তা যাচাই করা।

২. এ দিনের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণ কি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ শুরু করবেন এবং কি কি ফলাফল অর্জন করবেন তা বিশ্লেষন করা।

অনুবিষয় :

- প্রশিক্ষণ থেকে প্রত্যাশা (Expectations) এবং ভীতিসমূহ (Fears)
- প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও কাঙ্খিত ফলাফল

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি : প্রশ্ন-উত্তর, বক্তৃতা আলোচনা, পোস্টার প্রদর্শন
উপকরণ : বোর্ড, মার্কার, প্যাড, কলম, ঠওচচ পধৎফ (যদি ব্যবস্থা থাকে), পোস্টার
সময় : ৩০ মিনিট

আলোচনা প্রক্রিয়া:

ধাপ-১: প্রশিক্ষণ থেকে প্রত্যাশা (Expectations) এবং ভীতিসমূহ (Fears)

সহায়ক 'প্রশ্ন-উত্তর' পদ্ধতিতে জানতে চান, এ প্রশিক্ষণ থেকে অংশগ্রহণকারীরা কি কি আশা করেন/প্রশিক্ষণ থেকে তারা কি কি অর্জন করতে চান/ কি ধারনা নিয়ে তারা এসেছেন? এসব প্রশ্নের আলোকে তাদের প্রত্যাশা জানতে চান। অংশগ্রহণকারীদের মতামত শুনুন ও বোর্ডের এক পাশে লিখে রাখুন। আবার আরেকটি প্রশ্নের মাধ্যমে জানতে চান, তারা এখানে কোন কোন বিষয়ে/ ব্যাপারে ভীত কিংবা উদ্বিগ্ন?
অংশগ্রহণকারীদের মতামত শুনুন। সাধারণত নতুন পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নেয়া কিংবা সংসার ফেলে আসা বা কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিতির ব্যাপারে উদ্বিগ্নতার কথা অনেকে বলেন। তাদের অনুভূতির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করুন এবং বলুন বড় কিছু অর্জনের জন্য ক্ষুদ্র কিছু স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়। তাদের ত্যাগকে স্বীকৃতি দিয়ে বলুন এখানে সবাই বড় কিছু করার জন্য একত্রিত হয়েছেন। এ ধরণের প্রনোদনা সৃষ্টির মাধ্যমে এমন পরিবেশ তৈরি করুন যাতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়ে একটি অংশীদারিত্বমূলক,
জড়তামুক্ত এবং সহায়ক পরিবেশ গড়ে ওঠে।

ধাপ- ২: প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও কাঙ্খিত ফলাফল

এ পর্যায়ে বলুন আপনারা কি প্রত্যাশা নিয়ে এখানে এসেছেন তা আপনারা বললেন এবং সেগুলি বোর্ডেও আছে। আমরাও একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছি। এবার চলুন আপনাদের প্রত্যাশার সাথে আমাদের উদ্দেশ্যের মিল খোঁজার চেষ্টা করি। এ বক্তব্য শেষে তিনি 'উদ্দেশ্য ও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল' বিষয়ক লিখিত ফ্লিপচার্ট'টি প্রদর্শন করবেন।

ফ্লিপচার্টে বর্ণিত প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও কাঙ্খিত ফলাফল একে একে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে পড়ার আহবান করুন এবং প্রতিটির পড়া শেষে ব্যাখ্যাসহ আলোচনা করুন। এই আলোচনা শেষে সবাইকে ধন্যবাদ দিন।

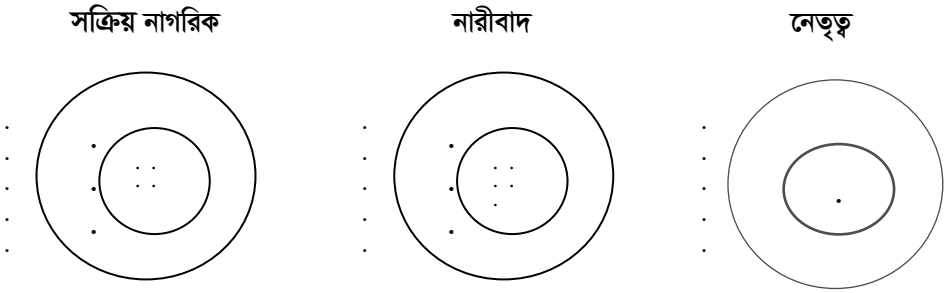

সেশন : প্রশিক্ষণের নিয়মাবলী

সময় : ২০ মিনিট

উদ্দেশ্য: প্রশিক্ষণে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

কাঙ্ক্ষিত ফলাফল:

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অংশগ্রহণকারীরা কি কি নিয়ম মেনে চলবে তা চিহ্নিত করবে এবং তা পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবেন।

সেশন পরিচালনার প্রক্রিয়া

এক. প্রশিক্ষক বলবেন যে, এ প্রশিক্ষণ আমাদের সকলের। যদি আমরা প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অজন করতে চাই তাহলে আমাদের কিছু কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে। নিয়ম কানুনের মধ্য দিয়ে এগুলে কাজটা ভালো হবে কিনা, তা অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে জানবেন।

দুই. এবার তিনি প্রশ্ন করবেন, প্রশিক্ষণকে কার্যকর করে তোলার জন্য আমরা কি কি করতে পারি? সে জন্যে আমাদের কি কি নিয়ম কানুন মেনে চলা উচিৎ? এ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের মতামত শুনবেন এবং তাদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে নিয়মাবলীর একটা ফ্লিপচার্ট প্রস্তুত করবেন।

প্রশিক্ষণের নিয়মাবলীঃ

- সেশনের শুরু হবে সকাল ৯টায় চলবে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। এ সময়ের মধ্যে চা বিরতি ও দুপুরের খাবারের বিরতি থাকবে।
- চারদিনে প্রত্যেকে একাধিকবার কথা বলবো।
- কোনো কিছু বলতে চাইলে প্রথমে হাত তুলবো।
- নিজেদের মধ্যে পাশাপাশি কথা বলবো না।
- বিরতি ছাড়া প্রশিক্ষণ রুমের বাইরে যাবো না।
- প্রতিটি সেশনে নিয়মিত নোট নেবো।
- আলোচনা চলাকালীন মোবাইল ফোন নিরব রাখব।
- প্রতিটি সেশনে স্বত:স্ফূর্ত অংশ নিব।
- সময়ের প্রতি সচেতন হবো।
- মাঝে মাঝে বিনোদন (গান, গল্প, চুটকি, কবিতা, কৌতকু) করবো।

- বিশেষ কোন বিষয় বাদ পরলে তা যোগ করে দিন। যেমন: শুরু ও শেষ করার সময়, বিরতির সময়। এছাড়াও নিচে উল্লেখিত বিষয়গুলি বিবেচনায় আনতে পারেন।
- প্রশিক্ষক ক্লাশের মধ্যে ফ্লিপচার্টটি এমন জায়গায় লাগাবেন যেখান থেকে সকল প্রশিক্ষণার্থী তা দেখতে পায়। এরপর বলবে, নারী নেত্রিদের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো - তারা কথা দিয়ে কথা রাখে। আশাকরি আপনারা কথা রাখবেন। (এ পর্যায়ে প্রশিক্ষক মিনি ভার্সিটি পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন কাজ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ভাগ করে দেবেন)
- এই সম্ভাবনাময় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করতে হলে আমাদেরকেও তো সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিতে হবে। আপনারা কী মনে করেন? জানতে চান, আমাদের কি কি বিষয়ে প্রস্তুতি নেয়া দরকার?

মিনি ভার্সিটি মেথড সম্পর্কে বলুন - এই প্রশিক্ষণ কাদের জন্য? তারা বলবে আমাদের জন্য। তাহলে এটি সফল করার দায়িত্ব কার? অপেক্ষা করুন 'এর দায়িত্ব নিশ্চয়ই আমাদের' এটা না বলা পর্যন্ত আপনারা কিভাবে প্রশিক্ষণকে সফল করতে চান? দায়িত্ব নেবার আগে আসুন আমরা দেখি সফল করতে হলে কি কি কাজ আমাদের করতে হবে? কাজ বাছাই করার পর আমরা সকলেই সেগুলি ভাগ করে নেবো। এমনভাবে কাজগুলি ভাগ করে নেবো যাতে করে আমরা প্রতিদিনই নতুন কাজের দায়িত্ব পালন করতে পারি। এটাই মিনি ভার্সিটি মেথড।

কাজ চিহ্নিত করা সম্পর্কে বলুন - কি কি কাজ তাহলে আমাদের করতে হবে? মোটাদাগে কাজ হলো - রুম ম্যানেজমেন্ট, খাবার, বিনোদন, রিপোর্ট। প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত বর্ননা করুন। দল গঠন করুন । দলনেতা নির্বাচন করুন । দলের নাম নির্বাচন করুন দলের নাম, কবে কোন দলের কি দায়িত্ব প্রভৃতি ফ্লিপ চার্টে লিখুন এবং তা এমন স্থানে প্রদর্শন করুন, যাতে করে সকলেই দেখতে পায়। দায়িত্ব বন্টনের নমুনা ছক।

কাজ	১ম দিন	২য় দিন
রুম ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা রক্ষা	শাপলা	গোলাপ
খাবার	গোলাপ	শিউলী
বিনোদন	শিউলী	জবা
রিপোর্ট	জবা	শাপলা

দল এমনভাবে গঠন করুন, যাতে করে সকল সদস্যই দলে সম্পক্ত্ হতে পারে। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষন কক্ষে প্রস্তুত কৃত ফ্লিপচার্টটি এমন জায়গায় লাগাবেন যেখান থেকে সকল প্রশিক্ষণার্থী তা দেখতে পাই। এরপর চারদিনই অংশগ্রহণকারীগণ সুশৃংখলভাবে, নিবেদিতভাবে প্রশিক্ষণে অংশ নেবেন- অংশগ্রহণকারীদের সাথে এ রকম একটি মৌখিক চুক্তি (agreement) সম্পন্ন করা।

প্রশিক্ষণ ক্যাম্পাসের নিয়ম কানুন সম্পর্কে বলুন বাদাবন সংঘের সুনামের ঐতিহ্য আছে সবখানেই। আশাকরছি এখানেও এ সুনাম অক্ষুন্ন থাকবে। এবার সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

অধিবেশন-১

বিষয়:

আমার জীবন, আমার বাস্তবতা, আমার জীবনচক্র, ম্যান্ডালা আঁকা।

সময়:

১ ঘন্টা।

সেশনের উদ্দেশ্য:

- প্রতেককে একে অপরের চেনার ও জানার জন্য উৎসাহিত হবে
- পারিপার্শিক ও জেন্ডার ভিত্তিক একজন অংশগ্রহনকারীর বাস্তবতা বর্ণনা করা
- জেন্ডার ও অন্যান্য কারণসমুহ, বাস্তব জীবনের অভিঙ্গতা, পছন্দ-অপছন্দ কিভাবে একেক জনের জীবনের উপর প্রভাব ফেলে
- অংশগ্রহনকারীদের একই ধরনের অভিঙ্গতাগুলো বর্ণনা করা

উপকরণ:

বড় কাগজের প্লেট, রং পেন্সিল, মার্কার, ম্যান্ডালার ছবি

পদ্ধতি :

অংশগ্রহনকারীদের ম্যান্ডালা সম্পর্কে বর্ণনা করা ও তার ছবি দেখানো
অংশগ্রহনকারীদের ৫ মিনিট চিন্তা/ভাবতে সময় দেওয়া (আঁকার আগে), কাগজের প্লেটে তারা ২/৩ ছবি একে তাদের নিজের সম্পর্কে ও জীবন সর্ম্পকে বর্ণনা করবে।
অংশগ্রহনকারীদেরকে কিছু প্রশ্ন করা এবং তাদেরকে ৫ মিনিট চিন্তা/ভাবতে সময় দেওয়া (তখনো আঁকা যাবে না)। প্রশ্নগুলো মূলত নারী হিসাবে তাদের জীবনের গল্প সম্পর্কে বলা।

প্রশ্নগুলো:

১. আপনার ছোটবেলা সম্পর্কে কিছু বলুন, ছোটবেলায় কি করতে ভালো লাগতো, কি স্বপ্ন দেখতেন?
২. আপনার বর্তমান সম্পর্কে বলুন, এখন কি অবস্থায় আছেন?
৩. নারী হিসাবে কখন নিজেকে বঞ্চিত মনে হয়েছে এবং কেন? তা বর্ণনা করা।
৪. আঁকা শেষ হলে প্রত্যেক অংশগ্রহনকারীকে সেটা সম্পর্কে বর্ণনা করতে বলা এবং অন্যদের সাথে শেয়ার করতে বলা।

সহায়ক প্রত্যেকের বর্ণনা থেকে মূল বিষয় সমূহ লিপিবদ্ধ করে রাখবেন।

সহায়ক শেষে পুরো সেশন সংক্ষিপ্তাকারে বলা এবং সবাইকে এাঁ বুঝানো যে আমরা সবসময় মনে করি না যে অন্যের উপর প্রভার খাটানোটাই শক্তি/ক্ষমতা, বরং নিজেদের মধ্যে যে শক্তি আছে তার প্রকাশ, অন্যের মধ্যে সেটার বিস্তার হতে সাহায্য করা ও অন্যকে শক্তিশালী করে তোলাই আমাদের লক্ষ্য হতে পারে।

অধিবেশন-২

বিষয়:

নাগরিকত্ব ও সামাজিক দায়বদ্ধতা

সময়:

১ ঘন্টা ১৫ মিনিট

সেশনের উদ্দেশ্য:

বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে নাগরিকের দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে উপলব্ধি সৃষ্টি করা। নাগরিকত্ববোধকে জাগ্রত করা।

কাঙ্খিত ফলাফল:

- এ সেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ - নাগরিক ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকারসমূহ বলতে পারবে।
- নাগরিকত্ববোধ থেকে একজন নাগরিকের কি কি দায়িত্ব পালন করা দরকার চিহ্নিত করতে পারবে।

অনুবিষয়:

ক. নাগরিক ধারণা

গ. নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকারসমূহ

ঘ. নাগরিক হিসেবে সমাজের দায়িত্ব ও সামাজিক দায়বদ্ধতা

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি:

প্রশ্ন-উত্তর, মুক্ত আলোচনা, পোষ্টার প্রদর্শন, মস্তিস্ক ঝড়, পেয়ার্ড শেয়ারিং, তাৎক্ষনিক দল

উপকরণ:

বোর্ড, মার্কার, পোষ্টার পেপার

আলোচনা প্রক্রিয়া:

ধাপ-১: নাগরিক ধারণা

অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান, সকালে আমরা আজ কিভাবে শুরু করেছি? তারা স্বাভাবিকভাই বলবে, আমরা জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে শুরু করেছি। এবার জানতে চান, জাতীয় সংগীতের অষ্টম লাইনে কি আছে? অংশগ্রহণকারীদের কাছে শুনবেন এবং বোর্ডে ' মা তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন জলে ভাসি' এই লাইনটি লিখুন।

এখন জিজ্ঞেস করুন, এখানে 'মা' বলতে কি বুঝানো হয়েছে? অংশগ্রহণকারীদের মতামত শুনুন এবং বলুন 'এখানে মা বলতে নিজের দেশ/মাতৃভূমিকে বুঝানো হয়েছে। আবার জানতে চান, মা যদি কষ্ট পায় বা মায়ের মুখ বা বদন যদি বিমর্ষ

আমারা এই কষ্ট নিয়ে বসে থাকি? নাকি কিছু করি। অংশগ্রহণকারীরাদের বক্তেব্যের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বলুন, আমরা মায়ের কষ্ট দূর করার পথ খুঁজি এবং আপ্রাণ চেষ্টা করি মায়ের দুঃখ লাঘব করার।

এ পর্যায়ে ' নাগরিক বলতে কি বুঝায়?' প্রশ্নটি বোর্ডে লিখুন এবং অংশগ্রহণকারীদের কাছে এর উত্তর জানতে চান। অংশগহণকারীদের মতামত শুনুন এবং তাদের বক্তব্য বোর্ডে লিখুন। নিচের বক্তেব্যের সহায়তায় নাগরিক ধারনাটি সুস্পষ্ট করুন । নাগরিক : - রাষ্ট্রীয় সীমানায় স্থায়ী ভাবে বাস করে, সরকার গঠনে অংশগ্রহণ করে, দায়িত্ব পালন করে, রাষ্ট্রীয় সুযোগ ও সেবা পাবার অধিকার ভোগ করে তারাই নাগরিক।

মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা যে সংবিধান লাভ করেছি, তার ৭(১) অনুচ্ছেদেও বলা আছে 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে'। এর অর্থ হলো- বাংলাদেশের জনগণ বা নাগরিকরাই এই রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক। জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতা কারা কিভাবে প্রয়োগ করবে তা সংবিধানে স্পষ্টভাবে বলা আছে।

সংবিধান অনুযায়ী ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, গ্রাম শহর নির্বিশেষে সকলেই দেশের নাগরিক। আর নাগরিক মানে দেশের মালিক। মালিক হলো সে, যে সক্রিয়, সোচ্চার, স্বাধীন, কর্তব্য পালন করে,দায়িত্ব নেয় এবং নির্লিপ্ত নয়। দলভিত্তিক আলোচনা মাধ্যমে একজনের প্যাডে লিখতে বলুন। নিদির্ষ্ট সময় শেষে দলীয় মতামত শুননু এবং বোর্ডে লিখুন। এক্ষেত্রে নিমের্ন 'বার্তাসমূহ' নিশ্চিত করুন ।

ধাপ-৩: সামাজিক দায়বদ্ধতা

এক. এই ধাপের শুরুতে জানুন, আপনারা কখনো কারো কাছ থেকে ধার করেছেন? বিপদের সময় কেউ যদি কারো কাছে টাকা ঋণ করে পরিশোধ না করে, তবে তাকে কি ধরনের মানুষ বলা যেতে পারে। তাদের কাছ থেকে শুনুন। বলুন - যদি ঋণদাতা সে টাকা ফেরত চাইতে আসে, তারপরও যদি না দেয়, উল্টো তার সাথে খারাপ ব্যবহার করে, তবে তাকে কি ধরনের মানুষ বলা যেতে পারে? তাদের কাছে শুনুন। ধর্মীয় দৃষ্টিতে তাদেরকে কি ধরনের মানুষ বলা যেতে পারে? এমনভাবে প্রশ্ন করুন যাতে করে তারা বলে যে, তারা মোনাফেক, ওয়াদা ভঙ্গকারী, মিথ্যুক, প্রতারক, বিবেকহীন, অসৎ প্রভৃতি।

দুই. আবার জিজ্ঞেস করুন - আপনারা কি এখানে কেউ আছেন, যারা এ ধরনের ঋণী? কিংবা যাদের মধ্যে এ ধরনের বৈশিষ্ট্য আছে? তাদের কাছ থেকে শুনুন। এরপর বলুন - কিন্তু আমি বলতে চাই, আপনারাও এ ধরনের ঋণী। হ্যাঁ, হয়তোবা মোনাফেক, বিবেকহীন এখনো হন নি, তবে তা হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় আছেন। বলুন - আমিও এ ধরনের ঋণী। বলুন - আপনারা কি জানতে চান, কিভাবে আপনারা ঋণী? যাতে করে অংশগ্রহণকারীরাই বলেন যে, হ্যাঁ, আমরা জানতে চাই কিভাবে ঋণী।

তিন. শিক্ষা সম্পর্কিত ব্যয় সম্পর্কে বলুন - আপনারা কি জানেন, একজন হাইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর বাৎসরিক গড় ব্যয় কত? অনুমান করে বলার জন্য বলুন। কয়েক জনের কাছ থেকে শুনুন, তারপর বলনু , একজন হাইস্কুল শিক্ষার্থীর বাৎসরিক ন্যূনতম গড় ব্যয় ১৫,০০০-১৮,০০০ টাকা, কলেজ শিক্ষার্থীর বাৎসরিক ন্যূনতম গড় ব্যয় ১৮,০০০-২৫,০০০ টাকা, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী র বাৎসরিক নূন্যতম গড় ব্যয় ২৭,০০০-৩৫,০০০ টাকা। (তথ্য সূত্র -) কিন্তু এই ব্যয়ের মধ্যে আপনি বা আপনার পরিবার কত অংশ বহন করেন? মাসিক বেতন সর্বোচ্চ ১০০টাকা। সে হিসেবে বছরে ১২০০টাকা। পাঁচ বছরে ৬০০০ টাকা। কিন্তু আপনার পিছনে পাঁচ বছরে ব্যয় হয় ৭৫,০০০ টাকা। অবশিষ্ট ৬৯০০০ (৭৫০০০ - ৬০০০) কে দেয়? এভাবে প্রাইমারী স্কুল, হাইস্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পড়তে অতিরিক্ত লক্ষ লক্ষ টাকা কে বহন করে, তাকি জানেন? তাদের কাছে শুনুন। বলুন - আপনারা তো জানেন কে বহন করে এই ব্যয়? কারণ আপনারা অনেকেই বলেছেন আমরা কারো কাছে টাকা নেই নি। (অনেকেই এলোমেলোভাবে বলবে - সরকার, বিদেশী সাহায্য প্রভৃতি)।

তাহলে এটা পরিস্কার হলো যে, সকল শ্রেণীর মানুষই হলো জনগণ। এরাই সরকারকে কর, রাজস্ব, খাজনা দেয়। এটি সত্য যে, আমাদের দেশে সরকারি আয়ের বড় অংশের যোগান দেয় সাধারণ জনগণ। তবে যে অর্থ সরকার আমাদের শিক্ষার পিছনে ব্যয় করে। এর সাথে বিদেশী ঋণও আছে।

চার. এবার বলুন - হ্যাঁ, এটা সত্যি যে এই ব্যয় সরকার বহন করে। কিন্তু সরকার কোথায় পায় এই অর্থ? কেউ কেউ বলবে রাজস্ব, কর, খাজনা থেকে দেয়। এ ব্যাপারে তাদের কাছে বিস্তরিত শোনার চেষ্টা করুন। তারপর বলনু - সরকারকে রাজস্ব, খাজনা, কর কারা দেয়? তারা বলতে পারে - জনগণ দেয়। বলুন - জনগণ কারা? জনগণ কি শুধু ব্যবসায়ী, বৃত্তবান, প্রতিষ্ঠিত পেশাজীবী? এমনভাবে প্রশ্ন করুন - যাতে করে তারা বলে যে, জনগণ হলো কৃষক, শ্রমিক, মজুর, ব্যবসায়ী, ধনী-গরীব, মুচি-মেথর, পেশাজীবী, জেলে, কুমার এমনকি ভিক্ষকু পর্যন্ত।

এবার বলুন

পাঁচ. বলুন - তাহলে আমরা কি এখন বলতে পারি, আমরা এই মানষু গুলোর টাকায় পড়ালেখা করার সুযোগ পেয়েছি। তাহলে এই মানষু গুলোর কাছে আমরা ঋণ গ্রহণ করেছি। বলুন - কিন্তু এই সাধারণ মানুষগুলো এ কথা জানেন না। তারা আমাদের পড়ালেখার খরচ বহন করেছে, অথচ তাদের সন্তানেরা লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এবার জানুন - এখন কি উপলব্ধি হচ্ছে যে, আমরা ঋণী। এই ঋণ আমরা সমাজের মানুষের কাছে গ্রহণ করলাম। অর্থাৎ সমাজ থেকে গ্রহণ করলাম। সমাজ থেকে গ্রহণ করার কারণে এটা সামাজিক ঋণ। এই ঋণের কারণেই আমরা প্রত্যেকেই সমাজের কাছে দায়বদ্ধ।

ছয়. প্রশিক্ষক বলবেন, আমরা শিক্ষার অধিকার বঞ্চিদের নিয়ে এখানে কথা বলেছি। কিন্তু আমার জন্য যারা শিক্ষাবঞ্চিত হলো তাদের জন্য কি কিছু ভেবেছি? এ ব্যাপারে কি আমরা তাদের সাথে কখনও আলোচনা করেছি? তার বঞ্চনার জন্য যে আমিও দায়ী একথা কি স্বীকার করেছি? সেই বঞ্চিদের শিক্ষার জন্য কি কোন দায়িত্ব পালন করেছি? প্রশিক্ষক বলবেন, যদি না করে থাকি, তবে কি নিজের সাথে প্রতারণা করি নি। প্রশিক্ষক তখন আরো জোর দিয়ে বলবেন যে, সমাজ থেকে আমি এতকিছু নিয়েছি, অথচ, তা জানি না, এটা কেমন কথা হলো। তাহলে আমরা কোন ধরনের মানুষ? আমরা কি নির্বোধ?

এ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীরা যন্ত্রণা অনুভব করবে। তাদের মধ্যে অতীতের কৃতকর্মের জন্য ঘৃণা তৈরি হবে।
প্রশিক্ষক এবারে আবেগময় কণ্ঠে বলবেন, এখন কি উপলব্ধি করতে পারছেন, যারা দেশের জন্য জীবন দিয়েছে, কোন উপলব্ধিতে এসে তাঁরা এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আপনারা ভাবুন, সত্যিই যদি সামাজিক ঋণ শোধ করতে চান, তাহলে কি করবেন তা ঠিক করুন।

সাত. এবার জিজ্ঞেস করুন, এই ঋণ শোধ করতে চান? কে কে চান হাত তলুন । হাত তোলার পর বলুন - আপনাদের অভিনন্দন।

বলুন - আপনারা কিভাবে এই ঋণ শোধ করতে চান? এই ঋণ কি টাকা দিয়ে শোধ করা সম্ভব ? যাচাই করুন। কিভাবে তারা এ ঋণ শোধ করবেন তা বিস্তারিত শুনুন। প্রশ্ন করার মাধ্যমে তাদের উদ্বদ্ধু করুন, যাতে করে তারা বলে যে, টাকা দিয়ে এই ঋণ শোধ করা সম্ভব নয়। বরং একমাত্র সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমেই এ ঋণ শোধ করা যেতে পারে।

ধাপ-৪: নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য

এবার অংশগ্রহণকারীদের বুঝতে সহায়তা করুন যে, নাগরিকের শুধু অধিকার থাকে না, তাদের আবার অনেক দায়-দায়িত্ব রয়েছে। অধিকার ও দায়-দায়িত্ব মুলত একই মুদ্রার এপিঠ ও ওপিঠের মতো বিষয়। কিছু পেতে হলে, কিছু দিতে হয়, কিছু অবদান রাখতে হয়। নাগরিকের অধিকার আদায় নির্ভর করে নাগরিক কতটা দায় শোধের জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেছে তার ওপর।

এবার 'মস্তিস্কঝড়' পদ্ধতিতে জানতে চান ' নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ কী কী অংশগ্রহনকারীদের ১/২মিনিট ভাববার সময় দিন। সময় শেষে মতামত শুনুন এবং বোর্ডে লিখনু । এভাবে 'দায়িত্ব ও কর্তব্যের একটি তালিকা তৈরি করুন। তালিকায় যাতে-আইন মেনে চলা, নৈতিকতা ও সততাবোধ জাগ্রত করা, মিথ্যা না বলা, অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া, জনগণের সম্পদকে রক্ষা করা, দেশকে ভালবাসা, স্ব স্ব অবস্থান থেকে উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা, সৎ, যোগ্য নাগরিক হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করা, গঠনমলূক ভূমিকা পালন করা ইত্যাদি বিষয়গুলি আসে তা নিশ্চিত করুন।

প্রশ্ন করুন - অধিকারের পাশাপাশি আমাদের দেশের প্রতি দায়িত্ব ও কতর্ব্য আছে বিষয়টা প্রশ্ন ও উদহারণের মাধ্যমে বের করে আনুন)

আমাদের দায়িত্ব বা কর্তব্যসমূহঃ

- সংবিধান ও আইন মান্য করা অন্যকে অধিকার সচেতন করা অধিকার আদায়ে সংগঠিত হওয়া
- দেশ ও সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করা শৃঙ্খলা রক্ষা করা
- রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালন করা
- জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করাকে নিজের কতর্ব্য বলে মনে করা নিয়মিত কর দেয়া
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার চর্চা করা সততাবোধ থাকা
- উন্নত ভবিষ্যতের আশায় স্বপ্ন দেখা, প্রত্যাশা লালন করা এবং প্রত্যাশা অর্জনে কাজ করে যাওয়া সক্রিয় থাকা
- সচেতন থাকা

বলুন,

আমরা তাহলে কারা? আমাদের কি আছে?
এই আলোচনা থেকে আমরা কি সিদ্ধান্ত নেবো?

আমরা মালিকানা বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে দায়িত্ব গ্রহন করবো এই রকম একটি প্রতিশ্রুতির জায়গা থেকে আলোচনা শেষ করুন।

অধিবেশন-৩

শিরোনাম:

নারীবাদী চিন্তায় যে কোনো বিষয়কে খুজে দেখা।

সময়:

১ ঘন্টা।

সেশনের উদ্দেশ্য :

- নারী হিসেবে সকল নারীর জন্য একই রকম চিন্তা করা
- যে কোনো বিষয়কে নারীর দৃষ্টিভঙ্গি বা চোখে দেখা
- নতুন করে ভাবতে শেখা

নিজ জীবনে এগুলির প্রভাব:

ঋচঅজ এর নীতিমালাগুলো আগে থেকে ঠওওচ কার্ডে লিখে রাখুন। তারপর প্রত্যেক অংশগ্রহকারীকে একটি করে কার্ড দিয়ে দিন। আমি না বলা পর্যন্ত কেউ দেখবেন না। এই কেস স্টাডির সাথে মিলিয়ে বলুন,

পদ্ধতি: কেস স্টাডি পর্যালোচনা

আসমারা দুই বোন। দুই বোনই স্বামী সংসার নিয়ে সংসারী। আসমার স্বামী প্রায়ই আসমাকে বলে বাবার বাড়ির জমি বুঝে আনতে। তিনি তা বিক্রি করে ছেলেকে বিদেশে পাঠাবেন। আসমা খুব লজ্জা পায় এবং ভাবে বাবার বাড়ির সম্পত্তি আনতে গেলে লোকজন কি ভাববে? আসমা তার স্বামীকে জানায় সে তার বাবার বাড়ির সম্পত্তি আনতে যেতে পারবে না কিন্তু স্বামী তাকে জোর করে বাবার বাড়িতে পাঠায় জমি বুঝে আসার জন্য। ইসমার ভাউয়েরা যখন জানতে পারে তাদের বোন তার পাওনা জমির অধিকার নিতে এসেছে তখন তারা খুবই অসন্তষ্ট হয়। তারপর আসমা তার পাওনা জমি বুঝে না নিয়ে বাবার বাড়ি থেকে যাবে না জেদ করায় তার ভাইয়েরা গ্রামের মাতব্বর ও মুরব্বীদেরকে খবর দেয় কিন্তু গ্রামের মাতব্বর মুরব্বীদের সামনে আসমার বড় ভাই বলল তোমরা দুই বোন এক বিঘা জমি নাও বাকি জমি দিয়ে কি করবে? মাঝে মাঝে বেড়াতে মাসবে আমরা আদর যত্ন করব। আমি চাই আমাদের ভাই-বোনদের সম্পর্ক ভাল থাকুক। কি আর করা অবশেষে আসমা তাতেই রাজী হয়। তার বড় ভাই তাকে আরো বলে যদি কখনো জমি বিক্রি করো তাহলে তা আমাদের কাছেই করো। কিছুদিন পর আসমা জমি বিক্রি করতে চাইলে তার বড় ভাই বলে বাজার দর অনুযায়ী জমির বিঘা ৩ লক্ষ টাকা কিন্তু জমিতো তুমি তোমার ভাইয়ের কাছে কিক্রে করবে তাই তুমি কিছু কম নাও। আসমার টাকার দরকার বিধায় আসমা ২ লক্ষ টাকায় অবশেষে রাজি হয় কিন্তু নায্য হিসাব অনুযায়ী এই জমির মূল্য ৩ লক্ষ টাকা।

এখন আপনাদের প্রত্যেককে একটি করে ফিপ সিটি ও মার্কার দেওয়া হচ্ছে। কার্ডে লেখা নীতিমালার সাথে মিলিয়ে চিন্তা করুন।

১. প্রচলিত চিন্তার পরিবর্তন করা দরকার

২. নারীর মতামতকে গুরুত্ব দিবো

৩. গ্রামের সকল নারীর কথা চিন্তা করা

৪. দেশের সকল জাতি ও গোষ্ঠীর সাথে মেশা

৫. সকল নারীকে ক্ষমতা ও দায়িত্ত দিতে হবে

৬. ঐক্যবদ্ধভাবে নারীদের জন্য কাজ করা

৭. সকল নারীদের দক্ষ করে তোলা

৮. নারীর স্বাধীন মতামত গ্রহন করা

৯. নারীর নিরাপত্তা, যত্ন নিশ্চিত করা ও গুরুত্ব দেয়া

সবার বলা হলে কার্ডগুলো সহায়ক বোর্ডে লাগিয়ে রেখে বলবে, এই প্রশিক্ষণ হতে ফিরে গিয়ে আমরা সবাই এখন থেকে এই নয়টি বিষয় লক্ষ রাখবো।

অধিবেশন-৪

শিরোনাম:

নেতা কাকে বলে? সমাজে নেতা হিসাবে আপনার দায়িত্ব কি?

সময় :

৩০ মিনিট

সেশনের উদ্দেশ্য :

- নেতৃত্বের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে
- নারীদের নেতা হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থতাগুলো কি কি?
- নারী নেতৃত্বের সুফলতা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন

পদ্ধতি :

ধারণা প্রকাশ ছোট দলে আলোচনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়

প্রশ্ন করুন অংশগ্রহণকারীদের কাছে নেতা কাকে বলে? তাদের নিজ নিজ ধারণা বলতে অনুরোধ করুন। তাদের উত্তরগুলো শুনে বোর্ডে লিখুন এবং পরবর্তীতে সবার সাথে আলোচনা করে সহায়ক তথ্যের আলোকে সঠিক ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

অংশগ্রহণকারীদের প্রয়োজনাসুরে কয়েকটি দলে বিভক্ত করুন। প্রতিটি দলের নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নারীদের নেতা হওয়ার দরকার কি সে সম্পর্কে পেপার/পোষ্টারে লিখতে বলুন। লেখার জন্য পেপার, পোষ্টার, মার্কার সরবরাহ করুন। আলোচনা এবং লেখা শেষে প্রত্যেক দলের উপস্থাপন করতে বলুন। উপস্থাপন শেষে সহায়ক তথ্যের আলোকে নেতার প্রয়োজনীয়তা এবং সুফল ব্যাখ্যা করুন। কারো কোন প্রশ্ন থাকলে উত্তর দিন। সকলকে ধন্যবাদ দিন।

এরপর নারীরা নেতা হতে গেলে পরিবার ও সমাজের পুরুষ সদস্যরা কিভাবে বাধার সৃষ্টি করে তা বর্ণনা করতে বলুন। দলীয়ভাবে আলোচনা করে তারা উপস্থাপন করুন।

মূল্যায়ন :

প্রশ্ন করুন

- নারীদের নেতা হওয়ার দরকার আছে কি?
- নারীরা নেতা হলে কি কি করতে হবে?
- নারীরা নেতা হলে সমাজে কি কি উপকার হবে?

অধিবেশন-৫

শিরোনাম :

সামাজিক কাজের প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা ও পরিকল্পনা।

সময় :

১ ঘন্টা

সেশনের উদ্দেশ্য :

- কিশোরীদের সরাসরি সামাজিক কাজের সাথে সম্পৃক্ত করা।
- সামাজিক উন্নয়নে কিশোরীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা এবং কিশোরীদের আত্মবিশ্বাসী করে তোলা।

কমিউনিটি সামাজিক উদ্যোগে অনুদানের উদ্দেশ্য

কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করা তরুণরা যে সকল সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ করবে তাদের মধ্যে কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং সবচেয়ে ভালো ফলাফল সৃষ্টিকারী উদ্যোগ সমূহকে স্বীকৃতি প্রদান করা। একই সাথে উদ্যোগ সমূহের মধ্যে একটি ইতিবাচক প্রতিযোগিতা তৈরি করার উদ্দেশ্যে সামান্য পরিমান আর্থিক আনুদান প্রদান করা।

অনুদানের সংখ্যা

প্রথম পর্যায়ে ২টি এলাকা হতে গৃহীত ১০টি উদ্যোগের মধ্যে (প্রতিটি ক্ষুদ্র দল হতে ১টি, যা প্রতিটি কমিউনিটি হতে ১টি হিসাবে) উদ্যোগকে আনুদানের জন্য চূড়ান্ত করা হবে তবে, কার্যক্রমের ধরন, গুরুত্ব, ফলাফল, বাবস্থাপনা ইত্যাদি বিবেচনায় এই সংখ্যা বাড়তে বা কমতে পারে।

আনুদানের পরিমান

প্রতিটি উদ্যোগের জন্য সর্বাধিক আর্থিক আনুদানের পরিমান হবে ৫ হাজার টাকা তবে, প্রদেয় টাকা প্রদানের পরিমান নির্ভর করবে একটি উদ্যোগের প্রকৃত খরচের উপর। আনুদানের অর্থ প্রদান পদ্ধতি হবে পর্ব ভিত্তিক। কোন অনুদান এককালীন হিসেবে প্রদান করা হবে না।

আনুদানের জন্য আবেদনকারী

উদ্যোগ বাস্তবায়ন কমিটি নিয়মতান্ত্রিকভাবে অনুদানের জন্য আবেদন করতে পারবে। আবেদন পত্রের সঙ্গে উদ্যোগ পরিকল্পনা, কার্যক্রমের রিপোর্ট, তথ্যায়ন ইত্যাদি বাছাই কমিটির নিকট যাচায়ের জন্য জমা দিতে হবে। এছাড়া বাছাই কমিটির উদ্যোগ সম্পর্কে সঠিক ধারণার জন্য উদ্যোগ সম্পর্কে বর্ণনামূলক উপস্থাপনার প্রয়োজন হবে।

যে সকল বিষয় উদ্যোগের জন্য বিবেচিত হবে

তরুণদের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি করণে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ অনুদানের জন্য বিবেচনা করা হবে।

প্রকল্প ব্যাবস্থাপনা ও মনিটরিং কমিটি গঠন

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং কমিটির ইউনিয়ন/পৌরসভা ভিত্তিক হবে, এই কমিটি একটি ইউনিয়ন/ পৌরসভার সকল

সামাজিক উদ্যোগের ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং এর দায়িত্ব পালন করবেন। এই কমিটির সদস্য সংখ্যা হবে ৫-৮ জন।

১) ইয়ুথ লিডার প্রতিটি উদ্যোগ হতে ১ জন (১ হতে ৩ জন)
২) দায়িত্ব প্রাপ্ত সমন্বয়কারী-১ জন

৩. কমিউনিটি লিডার-২ জন (১ জন নারী ১ জন পুরুষ) (শিক্ষক/ ধর্মীয় নেতা/ সুশীল সমাজের প্রতিনিধি/ সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য ব্যাক্তি)

কমিটির দায়িত্ব সমুহ:

- এই কমিটি সামাজিক উদ্যোগের কার্যক্রম দেখাশোনা করবেন এবং ব্যাবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবেন।
- সামাজিক উদ্যোগ সংক্রান্ত সকল ধরনের কার্যক্রম রিপোর্ট, আর্থিক রিপোর্ট যাচাই ও স্বাক্ষর করবেন

সামাজিক উদ্যোগ বাস্তবায়ন কমিটি

প্রতিটি সামাজিক উদ্যোগের জন্য একটি সামাজিক উদ্যোগ বাস্তবায়ন কমিটি থাকবেন। এই কমিটির সদস্য সংখ্যা হবে ৫ জন।
১. উদ্যোগ থেকে ২ জন (১ জন ছেলে এবং ১ জন মেয়ে)
২. কমিউনিটি লিডার-১ জন (শিক্ষক/ ধর্মীয় নেতা/ সুশীল সমাজের প্রতিনিধি/ সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য ব্যাক্তি)
৩. সামাজিক উদ্যোগের উপকারভোগী ১ জন
৩. দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রোগ্রাম অফিসার-১ জন

কমিটির দায়িত্ব সমুহ:

- এই কমিটি সামাজিক উদ্যোগের কার্যক্রম এর পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, আর্থিক ব্যাবস্থাপনা এবং রিপোর্ট এর দায়িত্বে থাকবেন।

মনিটরিং পদ্ধতি

সামাজিক উদ্যোগ

উদ্যোগে প্রধান ভূমিকা পালন কবে বাদাবন সংঘ'র প্রশিক্ষিত কিশোরীরা। তাদেরকে বাদাবন সংঘ'র দায়িত্বপ্রাপ্ত ফিল্ড সমন্বয়কারী, প্রোগ্রাম অফিসার নিয়মিতভাবে কার্যক্রমের সহায়তা ও মনিটরিং করবেন।

অর্থায়ন প্রক্রিয়া :

-সামাজিক উদ্যোগে ৪টি পর্বে অর্থায়ন হবে

১. উদ্যোগ গ্রহণকারীগণ প্রথম অবস্থায় উদ্যোগের সবধরনের খরচ নিজেদের ব্যাবস্থাপনা তহবিল থেকে করবে, বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্যোগটি চূড়ান্ত হবার পর অনুদানের জন্য বিবেচিত হবে।

২. বাছাই কমিটির মাধ্যমে সামাজিক উদ্যোগ চূড়ান্ত হবার পর উক্ত উদ্যোগকে মোট অর্থায়নের ২৫ ভাগ প্রদান করা হবে

৩. পরিকল্পনা অনুযায়ী ১ম পর্বের কার্যক্রমের ৮০ভাগ কার্যক্রম সম্পন্ন হলে উদ্যোগীরা বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে একটি সংখ্যাতাত্ত্বিক রিপোর্ট জমা দিবে এবং ২৫ ভাগ টাকার জন্য আবেদন করবে।

৪. মনিটরিং কমিটি ৮০ ভাগ কার্যক্রমের রিপোর্ট যাচাই করবে এবং তা সন্তোষ জনক হলে ১ম পর্বের চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা নিবে এবং ২৫ ভাগ অর্থ ছাড় করবে।

৫. রিপোর্ট হবে দুই ধরনের এক. মাসিক দুই. কোয়াটার

৬. খরচের সামারি রিপোর্টে প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যাবস্থাপনা কমিটির স্বাক্ষর থাকবে।

৭. উদ্যোগী এবং পার্টনার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পন্ন হবে।

৮. অর্থ প্রদান প্রক্রিয়া ব্যাংক হিসাব ও অন্যান্য (সিদ্ধান্ত সাপেক্ষ.....)

তথ্যায়ন

তথ্যায়ন হিসেবে যেসকল বিষয় বিবেচিত হবে-

-কার্যক্রমের ছবি

-কার্যক্রমের সংবাদ এর পত্রিকা কাটিং

-কার্যক্রমে অংশগ্রণকারীদের সাক্ষরপত্র

-সংক্ষিপ্ত ভিডিও চিত্র

-সফলতার গল্প

-কেসস্টাডি

উদ্যোগ প্রকল্প নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয় সমূহ ও মান

ক্রম.	বিবেচ্য বিষয় সমূহ	মান	প্রাপ্ত মান
০১.	উদ্যোগ প্রকল্প পরিকল্পনা প্রস্তাবনা পত্রটি কতটা সৃজনশীলতা	১০	
০২.	উদ্যোগটি কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা	১০	
০৩.	উদ্যোগটি ফলাফল তৈরিতে কতটা ভূমিকা রাখতে পারছে বা পারবে	১০	
০৪.	উদ্যোগটিতে কত বেশি স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহনের সুযোগ রয়েছে	১০	
০৫.	উদ্যোগটিতে কত বেশি স্থানীয় মানুষের শ্রম, মেধা, দক্ষতা ও সম্পদের অংশীদারিত্ব রয়েছে	১০	
০৬.	উদ্যোগটিতে স্থানীয় সরকারের সম্পৃক্ততা কতটা	১০	
০৭.	উদ্যোগটিতে নারী, সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক মানুষের অংশগ্রহনের সুযোগ কতটা রয়েছে	১০	
০৮.	উদ্যোগটির নেতৃত্বে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী ও অন্যান্য তরুণ কতজন যুক্ত	১০	
০৯.	উদ্যোগটির ভবিষ্যৎ স্থায়িত্ব সম্ভবণা	১০	
১০.	উদ্যোগ বাস্তবায়নে কতটা আর্ট ও কালচার নির্ভর পদ্ধতির ব্যবহারের পরিকল্পনা রাখা হয়েছে	১০	
	সর্বমোট মান	১০০	

আবেদনপত্র :

সংগঠনের নাম	
কর্মএলাকা	
উপজেলার নাম	
উদ্যোগের শিরোনাম	
উদ্যোগের লক্ষ্য	
উদ্যোগের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য	
কার্যক্রমের সময়সীমা	
কার্যক্রমের লক্ষিত জনগোষ্ঠী	
কার্যক্রমের উপকারভোগী	
সম্ভব্য ফলাফল	১. ২.
সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমসমূহ	১. ২. ৩. ৪. ৫.

ক) কার্যক্রমের পটভূমি লিখুন। (উপকারভোগী ও লক্ষিত জনগোষ্ঠীর কি কি ধরণের সমস্যাকে বিবেচনায় নিয়ে এই পরিকল্পনা করা হয়েছে, সে সর্ম্পকে বিস্তারিত আলোচনা করুন। স্থানীয় সমস্যাকে গুরুত্ব দিন)

খ) কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ লিখুন। (প্রতিটি কার্যক্রম কিভাবে ফলাফল তৈরীতে সহায়তা করবে, তা বিস্তারিতভাবে লিখুন। এছাড়া কার্যক্রমের সংখ্যা ও উপকারভোগী ও লক্ষিত জনগোষ্ঠী সংখ্যা বর্ণনা করুন)

গ) উদ্যোগে কোনো ধরণের সৃজনশীল উপাদান যুক্ত হয়েছে কি?

ঘ) উদ্যোগের আর্থিক ব্যবস্থাপনা বর্ণনা করুন। (বিস্তারিত আইটেম অনুসারে বাজেট তৈরী করুন)

নীচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো:

- সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনী সর্ম্পকে সচেতন করা
- গ্রাম আদালত
- সালিশী পরিষদ
- তথ্য সেবা কেন্দ্র
- কমিউনিটি ক্লিনিক
- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি
- বাল্য বিবাহ
- নারী শিক্ষা উন্নয়ণ
- ওর্য়াড সভা
- তরুণদের আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে স্থাপনা ম্যাপিং
- ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র
- কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থাপনা

‘সক্রিয় নাগরিক, নারীবাদ এবং নেতৃত্ব’

১. ব্যক্তিগত তথ্য

- আপনি কোথায় বাস করেন?
- আপনার পূর্ণ নাম লিখুন।
- বয়স।
- লিঙ্গ।
- ইমেইল ঠিকানা লিখুন।
- ফোন নম্বর।
- সংগঠন।

২ . বিষয়ভিত্তিক ধারনা

- সুনাগরিক বলতে কি বোঝেন?
- আপনি নিজেকে কিভাবে একজন সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তুলবেন?
- নারীবাদ সম্পর্কে আপনার ধারণা বলুন।
- আপনার জীবনের লক্ষ্য আপনি জানেন কি?

ওর্য়াকশপের শেষে অংশগ্রহনকারীগণ পূরণ করবেন।

‘সক্রিয় নাগরিক, নারীবাদ এবং নেতৃত্ব’

১. ব্যক্তিগত তথ্য

- আপনি কোথায় বাস করেন?
- আপনার পূর্ণ নাম লিখুন।
- বয়স।
- লিঙ্গ।
- ইমেইল ঠিকানা লিখুন।
- ফোন নম্বর।
- সংগঠন।

২. সেশনের অভিজ্ঞতা

- কোন সেশনটি সবচেয়ে বেশী মনের মতো হয়েছে?

৩. বিষয়ভিত্তিক ধারণা

নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর পছন্দের রেট করুন (১-৪ পর্যন্ত) ১ হলে খারাপ, ২ হলে মোটামুটি, ৩ হলে ভালো, ৪ হলে খুবই ভালো রেটিং করবেন।

- আমার জীবন, আমার বাস্তবতা, আমার জীবনচক্র, ম্যান্ডালা আঁকা।
- নাগরিকত্ব ও সামাজিক দায়বদ্ধতা।
- নারীবাদী চিন্তায় যে কোনো বিষয়কে খুজে দেখা।
- নেতা কাকে বলে? সমাজে নেতা হিসাবে আপনার দায়িত্ব কি?
- সামাজিক কাজের প্রকল্প সম্পর্কে ধারনা ও পরিকল্পনা।

৪. সংগঠনের প্রতি মতামত

- প্রশিক্ষণ নিয়ে সহায়কদের প্রতি কোনো মতামত থাকলে জানাবেন দয়া করে।

৫. প্রশিক্ষণ শেষে আপনি কি কোন সামাজিক উদ্দ্যোগ গ্রহন করতে ইচ্ছুক হয়েছেন? হয়ে থাকলে কি ধরণের সামাজিক উদ্দ্যোগ গ্রহন করতে ইচ্ছুক জানান।